



233884 - মসজিদে ইমাম-মুয়াজ্জনিকে কি যাকাতের মাল দয়া যাবে?

প্রশ্ন

মসজিদে ইমাম-মুয়াজ্জনি যদি আর্থিকভাবে সচ্ছল না হন তাদরেকে কি যাকাত দয়া যাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যাকাত প্রদানের খাত আটটি। আল্লাহ তাঁর এ বাণীতে এ খাতগুলো উল্লেখ করেছেন- “যাকাত হল কবেল ফকরি, মসিকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তারা, দাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে ও মুসাফরিদের জন্যে। এই হল আল্লাহর নির্ধারণিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০]

যদি মসজিদে ইমাম বা মুয়াজ্জনি এ শ্রণীর কটে হন যমেন- যদি ফকরি হন বা মসিকীন হন বা ঋণগ্রস্ত হন... তাহলে তাদরেকে যাকাতের মাল দয়া জায়যে। বরং তারা অন্যদের চেয়ে বেশি হকদার। কেননা এর মাধ্যমে তাদরে প্রয়োজন মিটিবে এবং দায়িত্ব পালনে এটি তাদরে জন্য সহায়ক হবে, এ শূণ্যতাটি পূরণ হবে। কিন্তু তারা যদি যাকাতের হকদার না হন তাহলে শুধু ইমামত করা ও আজান দয়ার কারণে তাদরেকে যাকাতের মাল দয়া জায়যে হবে না।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকে জিজ্ঞাসে করা হয়:

যাকাতের সম্পদে কি জামে মসজিদে ইমামের কোন অংশ আছে? অনুরূপভাবে সদকাতুল ফতিরের মধ্যে কি তাদরে জন্য কোন অংশ আছে?

জবাবে তাঁরা বলেন:

আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবায় যাকাত বণ্টনের খাত উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যাকাত হল কবেল ফকরি, মসিকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তারা, দাস, ঋণগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে যারা আছে ও মুসাফরিদের জন্যে। এই হল আল্লাহর নির্ধারণিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০] সুতরাং যদি জামে মসজিদে ইমাম এ শ্রণীর কটে হন তাহলে তাকে যাকাত দয়া জায়যে হবে; নচেৎ জায়যে হবে না। [স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (৯/৩৮১) থেকে সমাপ্ত]



শাইখ বনি জবিরীন বলেন:

ইমাম-মুয়াজ্জনিরে বতেন হিসিবে যাকাত দয়ো জায়নে হবো না। তবে যদি ইমাম-মুয়াজ্জনি ফকরি বা মসিকীন হন তার দরদিরতা ও প্রয়োজনরে কারণে তাকে যাকাত দয়ো যাবো; ইমাম বা মুয়াজ্জনি হিসিবে দায়তিব পালন করার বদলে পারশিরমকি হিসিবে নয়। শাইখরে ওয়বে সাইট থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে দেখুন [46209](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।